মাহমুদা রুনু'র দু'টি কবিতা

স্বদেশ তোমার জন্য

তোমায় আমি ঠিক রেখেছি
হৃদয় নামক নিভৃত খাচায়,
সরষে ক্ষেতের হলদে ডাঙ্গায়,
নিলোৎপলের দীঘির জলে,
প্রেম-পরাগের নিয়ম ভাঙ্গায়।

জোৎস্না দেখে প্রশ্ন ছুড়ে
বন্ডাইয়ের বালুর বেলায়;
যায় কি মোছা ভ্রান্ত সময়
বিধি-বিধান আইন খেলায়।

দন্ডবিধীর পন্ডনীতি, অসুর
তাওয়ায় গোঁফ -
তোমার প্রেমের ফল্গুধারায়
জাগে অচীন ক্ষোভ।

পুকুর চুরির পর্ব ধরে
বেহাল তোমার স্বর্গ;
বিকোয় হাটে বিবেক, যেটা
যত্নে রাখা অর্ঘ।

ভাবছি এখন কপালকে কি
গোপাল বলে ডাকবো
স্বাধীকারের মান রাখতে
কোথায় তোরে রাখবো।

সংস্কারের মন্ত্র নিয়ে, সবাই
গুনছে বসে দিন;
নেতার খোঁজে ভোটের মাঠে
বাজছে আশার বীন।

তাহলে কি সবই খেলা ?
প্রহসনের বাদ্য !
ঠিক বুঝিনা বড্ড কঠিন
আমিই বোকার হদ্য।

আমার প্রেমের সর্ষেক্ষেতে
সাপেরা সব লুকোয়
ওঝারা সব বড্ড ভাবুক
আইন-শাসন বিকোয় ।

সোনার ছেলে জাগো এবার
সকাল হোল বলে
কাল-রাত্রির অবসানে
আশার সূর্য জ্বলে ।

সর্ষেক্ষেতের হলদে নেশায়
সবুজ টিয়ের শঙ্কা
বন্ডাইয়ের বালুর বেলায়
কাটছে সময় হেলায় ফেলায়।
ওই শোনা যায়
অজানা এক ডঙ্কা।

তবুও প্রেম অমর রবে
স্বদেশ তোমার জন্য
আশায় আশায় পথ বুনে যাই
গনতন্ত্রের জন্য।
নিখাদ প্রেমের ফল্গুধারায়
নিরোগ জনারন্য।
স্বদেশ তোমার জন্য।

২০ জুন ২০০৮

ধ্রুবতার এক—

এখন পরন্ত বিকেল ।
বিকেলটা পড়ে যায়নি
হেলে গিয়েছে আজকের জন্য
বরাদ্দ সুর্যের আলো ।
বসে থাকি -
পাথরে আসন পেতে
মহাসাগরের নির্জনে আড়ি পেতে ।
বালুকা বেলায় ঝিনুকের জন্য
যাতে মুক্তো আছে ।

একদিকে নীলজল, অন্যদিকে নীলাম্বরীর
বিদায়ী রক্তিম প্রভা ।
ভাবনার দুরন্ত রেস
সময়ের উদয় থেকে অস্তে।
দেবদারু আর পাইনের বন থেকে শুরু
শেষের কবিতা পড়া;
বুয়েট চত্তর ঘুরে জারভিস বে ।
যোজন যোজন দুর -
শুরু থেকে শেষ অঙ্ক ।

সে ফুলের সৌরভ আজো সুরভিত
ভুলের গৌরবে ।
নিয়ন্ত্রিত নিয়তির নিয়মের জালে
অপরুপ জ্যোৎস্নার চাদরে ।
মুঠোভরা ভাল-ভাল-ভালবাসা
জাগে নিরন্ত র অন্তর মাঝে ।
সে যেন ধ্রুবতারা এক, পরন্ত সময়ের
প্রেমাকাশ জুড়ে ।

পাথরে আসন পেতে
স্পর্শ নিই গর্জন ক্লান্ত শ্রান্ত ঢেউয়ের ।
তবুওতো জাগে নিঃশব্দে
যাকে কখনো ছোয়া হয়নি
হৃদয় দিয়ে ।
তবুও হৃদি অনুভব
যোজন যোজন পথ হেটে
হেলে পড়া সুর্যের অস্ত সময়ে ।

শেষ হয়না কোন অনুভব ;
রুপান্তর এক থেকে অন্যে ।
সে যেন ধ্রুবতারা এক, অনন্য ।
আজো দীপ জ্বালে উদয় থেকে অস্ত বেলায়
তারুন্যের অর্জন ।
একান্ত নির্জন ।

ফিরে পেতেই হবে ।
নিচ্ছিদ্র সুখ বলয়ে
অঙ্গিকার দাবী সময়ের কাছে ।
তারুন্যের অর্জন ।
বোধ করি -
প্রাণ ভ্রমরের গভীরে আছে
আপত্য প্রত্যয়ী প্রেম
ধ্রুবতারা এক, অনন্য ।
জ্যোৎস্নায়, বৃষ্টিতে, ঝড়ো রাত্রির
হাহাকারে,
স্বপ্নভাঙ্গা নির্ঘুম রাতে ।
ঝিনুকের বুকে মুক্তো খুজতে খুজতে -
সময়ের অসীম উপহার ।
ধ্রুবতারা এক, অনন্য ।

২৭ জুন ২০০৮